কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
কউক

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কউক

স্বপ্নের কক্সবাজার আগামীর পথচলা

“মানুষকে ভালোবাসতে শেখো।
দেশের মানুষকে ভালোবাসো।
এই ভালোবাসার মধ্যে কোনো স্বার্থ রেখো না”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“আমরা ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো।
আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

চেয়ারম্যান
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতিকে দেখিয়েছিলেন স্বাধীন মাতৃভূমির স্বপ্ন। এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা, আমরা পেয়েছি লাল সবুজের বাংলাদেশ। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, স্বীকৃতি পেয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে। সেই উন্নয়নের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে কক্সবাজার জুড়ে, সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে ২৫টি মেগা প্রকল্প। এই অগ্রযাত্রার আগামীর লক্ষ্য হলো 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় কক্সবাজার অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের পথচলায় কউক শহরের প্রধান সড়ক প্রশস্তকরণ, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন, নান্দনিক ভাস্কর্য নির্মাণ, সড়ক আলোকায়ন, অফিস ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন পর্যটন নগরীতে রূপান্তরিত করাই কউকের অভিলক্ষ্য। পরিকল্পিত নগরায়ন, পর্যটনের প্রসার, মেরিটাইম ফ্রন্টে অর্ন্তভুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধার সম্প্রসারণ- এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আগামী ছয় বছরে কক্সবাজারের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩৩টি প্রকল্পের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে, যার প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো কেবলকার চালুকরণ, স্মার্ট সিটি তৈরি, থিম পার্ক স্থাপন, সী-প্লেন ও ক্রুজ লাইনার চালুকরণ ইত্যাদি।

'আমার কক্সবাজার, আমার অহংকার' এই মটো(motto)-কে ধারণ করে কক্সবাজারকে একটি আইকনিক পর্যটন গন্তব্যে রূপান্তর করতে কউক বদ্ধপরিকর। তার পাশাপাশি কক্সবাজারকে দেশের অন্যতম বাণিজ্যিক হাব ও ব্লু-ইকোনমির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমাদের এই অগ্রযাত্রায় দেশি-বিদেশি বিনোয়োগকারীগণ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। কক্সবাজারের স্থানীয় জনসাধারণ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ভরসাস্থল। কউক প্রণীত রোডম্যাপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে কক্সবাজার একটি বিশ্বমানের পর্যটন নগরীতে পরিণত হবে এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর অভিযাত্রায় গর্বিত অংশীদার হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কমডোর মোহাম্মদ নুরুল আবছার
এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন (অব.)

কউক গঠনের ইতিবৃত্ত

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পর্যটন নগরী কক্সবাজার ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। সুদীর্ঘ এই সৈকতের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আকর্ষণীয় ও সুবিন্যস্ত পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন আবশ্যক। তাই কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পালনকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে ৬ জুলাই ২০১৫ সালে মহান জাতীয় সংসদে 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল-২০১৫' পাশ হয়। ১৩ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ মহান জাতীয় সংসদে পাশকৃত বিলটির গেজেট প্রকাশিত হয়।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল-২০১৬' অনুসারে কউকের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- কক্সবাজারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ;
- সমুদ্র সৈকতের সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;
- আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;
- গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ;
- পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি;
- উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

কউকের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ

(২০১৬ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

ফ্ল্যাট নির্মাণ
৩৩৯টি

ভাস্কর্য নির্মাণ
৮টি

যাত্রী ছাউনি নির্মাণ
০৪টি

অফিস ভবন নির্মাণ
০১টি

সড়ক সংস্কার ও প্রশস্তকরণ
৪.৭২ কি.মি

সড়ক আলোকায়ন
২০ কি.মি

মুর‍্যাল স্থাপন
০৮টি

পুকুর পুনর্বাসন ও ভৌত কাঠামো উন্নয়ন
০৩টি

সিসি ক্যামেরা স্থাপন
১০২টি

ফ্রি ওয়াইফাই পয়েন্ট
৯৬টি

ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন
৩৯টি

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এরিয়া
০৬টি

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১৪টি

কউক কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ

- "কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- "কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।
- "কক্সবাজার জেলার হলিডেমোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাসস্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- "কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।
- কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ (২য় সংশোধিত)।
- সড়ক আলোকায়ন প্রকল্প ১ ও ২।
- স্টার ফিস, রুপচাঁদা এবং সাম্পান ভাস্কর্য।
- টেরাকোটা এবং ল্যান্ডস্কেপিং।
- দরিয়া নগর ও হিমছড়িতে ভাস্কর্য নির্মাণ।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী।
- গুনগাছতলা ও মোটেল রোডে ভাস্কর্য নির্মাণ।
- মহেশখালীতে ভাস্কর্য নির্মাণ ও নাগরিক সুবিধার সম্প্রসারণ।

চলমান প্রকল্পসমূহ

কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

কক্সবাজার ও সন্নিহিত এলাকার সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) সহ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীন অঞ্চলের মাস্টার প্ল্যান (২০২৫-২০৪৫) প্রণয়ন করা হবে যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

- স্ট্রাটেজিক পলিসি প্ল্যান;
- ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান- কক্সবাজার জেলাধীন সকল উপজেলা এবং সমুদ্র সৈকত এলাকায় (৬৯০.৬৭ বর্গ কিঃ মিঃ);
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা;
- পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনা;
- কক্সবাজারের জন্য স্মার্ট সিটি মডেল;
- আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, ইউটিলিটি এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি সেক্টোরাল প্ল্যান;

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রের ম্যাপ

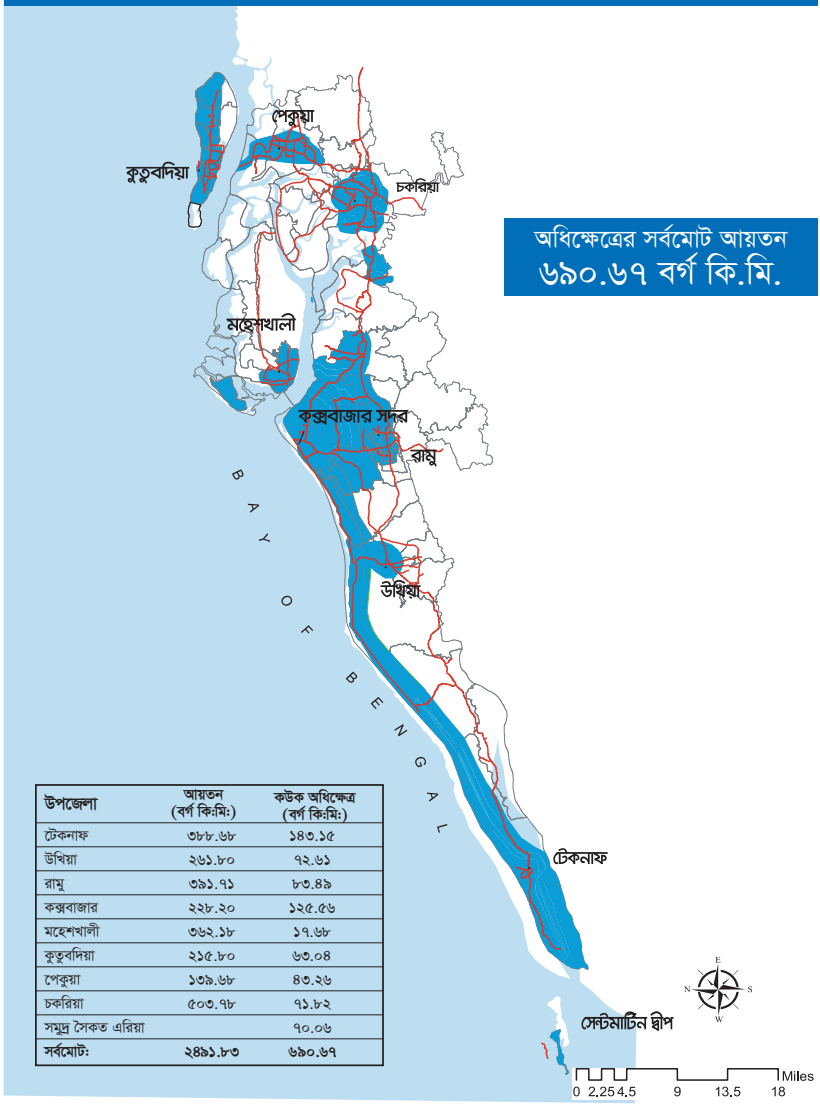

অধিক্ষেত্রের সর্বমোট আয়তন
৬৯০.৬৭ বর্গ কি.মি.

উপজেলা	আয়তন (বর্গ কি:মি:)	কউক অধিক্ষেত্র (বর্গ কি:মি:)
টেকনাফ	৩৮৮.৬৮	১৪৩.১৫
উখিয়া	২৬১.৮০	৭২.৬১
রামু	৩৯১.৭১	৮৩.৪৯
কক্সবাজার	২২৮.২০	১২৫.৫৬
মহেশখালী	৩৬২.১৮	১৭.৬৮
কুতুবদিয়া	২১৫.৮০	৬৩.০৪
পেকুয়া	১৩৯.৬৮	৪৩.২৬
চকরিয়া	৫০৩.৭৮	৭১.৮২
সমুদ্র সৈকত এরিয়া		৭০.০৬
সর্বমোট:	**২৪৯১.৮৩**	**৬৯০.৬৭**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১

কক্সবাজারের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব জমির উপর নির্মিত সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৪টি ১৫ তলা ভবনে মোট ৩৩৯ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুন ২০২৫ সাল।

মহেশখালীতে ভাস্কর্য ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত যাত্রী ছাউনি নির্মাণ

মিষ্টি পানের জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালীতে পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে কউকের উদ্যোগে দৃষ্টিনন্দন পানের ভাস্কর্য স্থাপন করা হচ্ছে। গোরকঘাটা জেটি ঘাট সংলগ্ন এলাকায় ভাস্কর্য স্থাপনের পাশাপাশি নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য পাবলিক সিটিং ও নামাজের ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পর্যটকদের জন্য শপিং ও উন্নতমানের রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্বপ্নের কক্সবাজার: আগামীর পথচলা

কউকের ছয় বছর মেয়াদী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সুনীল সমুদ্র, বিস্তৃত বেলাভূমি আর মেঘের সঙ্গে মিতালী পাতা পাহাড়সারি শোভিত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কক্সবাজার। বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম এই সমুদ্র শহরের পর্যটন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। পর্যটনের বিকাশ ও গভীর সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যের দ্বার খুলতে ইতোমধ্যেই রেল যোগাযোগ চালু হয়েছে। চলছে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ ও নান্দনিক রূপ দেয়ার কাজ। দেশের অর্থনীতির গেম চেঞ্জার হিসেবে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়িতে নির্মাণ হচ্ছে গভীর সমুদ্র বন্দর। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করতে ট্যুরিজম পার্ক তৈরির কাজও চলমান।

কৌশলগতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান কক্সবাজার জুড়ে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার আওতায় ২৫টি মেগা প্রকল্পসহ ৭৫টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যাতে বিনিয়োগের পরিমাণ তিন লাখ কোটি টাকারও বেশি। অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের এই বিপুল কর্মযজ্ঞ এই জেলাকে ইতোমধ্যেই জাপান, চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। এই সকল উন্নয়নের স্থানীয় সুফল নিশ্চিত করতে ও কক্সবাজারকে একটি পরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তুলতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) এর উদ্যোগে ২০ বছর মেয়াদী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। তার পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশ, পরিকল্পিত নগরায়ন ও স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কউক একটি ছয় বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'রূপকল্প-২০৪১'কে সামনে রেখে প্রণীত এই পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কক্সবাজারকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন নগরী ও স্মার্ট সিটিতে রূপান্তর করাই কউকের অভিলক্ষ্য।

কউকের প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

১. ক্যাবল কার (কক্সবাজার থেকে টেকনাফ)

কক্সবাজারের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সুদীর্ঘ ১২০ কিলোমিটার উপকূল জুড়ে ছড়িয়ে থাকলেও পর্যটকগণ কেবলমাত্র কয়েকটি সুপরিচিত এলাকাতেই বেশি ভ্রমণ করেন। অদেখা রয়ে যায় বেশিরভাগ অঞ্চল। সবুজ পাহাড়সারি সাথে মিশে যাওয়া সুদীর্ঘ সৈকতের সৌন্দর্য যাতে পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন তার জন্য কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ক্যাবল কার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুরো প্রকল্পটি কয়েকটি ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটি কক্সবাজারের আইকনিক ল্যান্ডমার্ক হিসেবে পরিচিতি পাবে এবং সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে, যা কক্সবাজারের ট্যুরিজম প্রমোশনকে নতুন মাত্রা দিবে।

২. ক্যাবল কার (কক্সবাজার থেকে মহেশখালী)

কক্সবাজারের অদূরে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে থাকা মহেশখালী বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে প্রতিদিন ছুটে যান হাজারো পর্যটক। মহেশখালীর মৈনাক পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দৃষ্টিনন্দন আদিনাথ মন্দিরে পূণ্য অর্জনের নিমিত্তে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ দর্শনার্থী সমাগম হয়। পর্যটকদের মহেশখালী যাতায়াত সহজতর করতে ও মহেশখালী চ্যানেলের সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ করে দিতে কক্সবাজারের চৌফলদন্ডী থেকে মহেশখালী পর্যন্ত ক্যাবল কার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এই রোপওয়ে স্থাপিত হলে তা কক্সবাজারের পর্যটনের মুকুটে নতুন পালক যোগ করবে। পাশাপাশি মহেশখালীতে ট্যুরিজমের বিস্তার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

৩. সৈকতের উন্নয়ন ও পর্যটকবান্ধব সুবিধা বৃদ্ধিকরণ

কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতগুলোর একটি হলেও প্রয়োজনীয় ফ্যাসি-লিটিজের অভাবে পর্যটকগণ সাধারণত হাতে গোণা কয়েকটি পয়েন্টেই ভ্রমণ করেন। ফলে স্থানগুলোতে ভিড় তৈরি হয় এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে পর্যটকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। এই অবস্থার নিরসন ও সৈকতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা তৈরির উদ্দেশ্যে কউক কর্তৃক কক্সবাজার সৈকতের উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার আলোকে সৈকতে এক্সক্লুসিভ টুরিস্ট জোন, বিদেশি পর্যটকদের জন্য আলাদা জোন, হালাল ট্যুরিষ্ট জোন, পর্যটকদের নিরাপত্তায় সী নেটিং সিস্টেম, ওয়াচ টাওয়ার, আলাদা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হবে। সৈকত এলাকাকে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সকল ফ্যাসিলিটিজ তৈরির মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য কক্সবাজার সৈকতকে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন এরিয়াতে রূপান্তরিত করা হবে।

৪. মাল্টিপারপাস কমার্শিয়াল বিল্ডিং

কক্সবাজারের কলাতলী মোড়ের কাছেই হোটেল ওশান প্যারাডাইসের বিপরীত দিকে কউকের নিজস্ব জমিতে নির্মাণ করা হবে মাল্টিপারপাস কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স। প্রস্তাবিত ১৪ তলা বাণিজ্যিক ভবনের প্রথম তিন ফ্লোর জুড়ে থাকবে শপিং এরিয়া। ৪র্থ তলায় থাকবে ফুড কোর্ট ও ৫ম তলায় সিনেপ্লেক্স। ৬ষ্ঠ থেকে ১২তম তলা থাকবে তিন তারকা মানের হোটেল। ১৩তম তলায় হেলথ ক্লাব ও ১৪তম তলায় থাকবে সী-ভিউ রেস্তোরা ও সুইমিং পুল। আরও থাকবে এমিউজমেন্ট স্পেস, কীডস জোন, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং এরিয়া, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও সোলার সিস্টেম। ভুম্পিকম্প সহনীয় এই সবুজ ভবনের দৃষ্টিনন্দন সম্মুখভাগ কক্সবাজারের স্কাইলাইনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

৫. কউক এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স:

কক্সবাজারের দরিয়া নগরে মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন এলাকায় গড়ে তোলা হবে কউক এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। সমুদ্র ও পাহাড়ঘেরা ছয় একর নৈসর্গিক জায়গা জুড়ে নাগরিক সকল সুবিধা নিয়ে গড়ে তোলা হবে এই আবাসন প্রকল্প। এতে ১৫তলা বিশিষ্ট ১৪টি আবাসিক ভবনে থাকব ৮০০টির বেশি ফ্ল্যাট। ১৫তলা বিশিষ্ট ১টি বাণিজ্যিক ভবনে থাকবে কমার্শিয়াল স্পেস ও বুটিক হোটেল। এছাড়াও সুপারশপ, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, এসটিপি, মসজিদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে।

৬. কউক ফ্ল্যাট প্রকল্প-২

সুলভ মূল্যে মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কক্সবাজারের কলাতলীস্থ কউকের ফ্ল্যাট প্রজেক্ট-১ এর পাশে গড়ে তোলা হচ্ছে কউক ফ্ল্যাট প্রজেক্ট-২। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৪টি ১৫তলা বিল্ডিং-এ সর্বমোট ৩৩৬টি ফ্ল্যাট থাকবে। থাকবে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা, শিশুদের খেলার মাঠ, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পার্কিং সুবিধা, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, জেনারেটর, এসটিপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা।

৭. কক্সবাজার স্যাটেলাইট সিটি

অপরিকল্পিত নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও পর্যটন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের চাপে কক্সবাজারের প্রধান শহর ধীরে ধীরে ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। সরু রাস্তাঘাটের কারণে বাড়ছে যানজট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা কাঙ্খিত মানে প্রদান করা দুরুহ হয়ে উঠেছে। সদ্য নির্মিত খুরুশকুল সেতুর মাধ্যমে মুল শহরের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় খুরুশ-কুল, চৌফলদন্ডী ও নিকটবর্তী এলাকাসমূহে দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কক্সবাজারে শহরের সম্প্রসারণ ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা সংবলিত আবাসন নিশ্চিত করতে কউকের উদ্যোগে চৌফলদন্ডীতে গড়ে তোলা হবে নতুন এক স্যাটেলাইট সিটি। সেখানে আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা, হাসপাতাল, শপিং মল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ, পার্কসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকবে।

৮. কক্সবাজার রেল স্টেশন সংলগ্ন বুটিক হোটেল

সাম্প্রতিক সময়ে চালু হওয়া রেল সংযোগ কক্সবাজারের সাথে সারা দেশের যোগাযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। যাতায়াত সহজ হওয়ায় সারাবছর জুড়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভ্রমণপিপাসুগণ ট্রেনে চড়ে সহজেই কক্সবাজারে হাজির হতে পারবেন। ট্রেনে আসা পর্যটকদের সুবিধার্থে ঝিলংজাস্থ কক্সবাজার রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কউকের উদ্যোগে বুটিক হোটেল কাম কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বুটিক হোটেলে পর্যটকদের জন্য মানসম্পন্ন রুমের পাশাপাশি বিজনেস সেন্টার, কনফ-ারেন্স রুম, সুইমিংপুলসহ সব ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। থাকবে লন্ড্রি, হেলথ ক্লাব, বারবার শপ, স্যুভেনির শপ, কফি শপ সহ আরও নানান সুবিধা। কমপ্লেক্সের প্রথম তিন তলা জুড়ে থাকবে শপিং এরিয়া ও কর্পোরেট অফিস। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং সুবিধা ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাও থাকবে ।

৯. ভিলা সিটি

মেরিন ড্রাইভকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারের পর্যটন ক্রমবিকশিত হচ্ছে। এই ধারাকে বেগবান করতে মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন ৩টি পৃথক এলাকায় প্রায় ৩০০ একর এরিয়া জুড়ে কউকের উদ্যোগে গড়ে তোলা হবে ভিলা সিটি প্রকল্প যেখান সুপরিকল্পিতভাবে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং ও ভ্যাকেশন হাউজ তৈরি করা হবে। এনআরবি ও দেশের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কক্সবাজারে নিজস্ব আবাসন তৈরির যে চাহিদা রয়েছে তা পূরণকল্পে এই উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা যেমন ছুটিতে কক্সবাজারে এসে নিজস্ব ভ্যাকেশন হাউজে ছুটি কাটাতে পারবেন, তার পাশাপাশি অন্যান্য সময়ে তা ভাড়া দেয়ার মাধ্যমে আয়ও করতে পারবেন। প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় থাকবে আবাসন সুবিধা, শপিং মল, কমিউনিটি স্পেস, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যাদি। প্রকল্পটি মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগও তৈরি হবে।

১০. আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র তৈরি

কক্সবাজার শহরে প্রতিবছর বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানীর বিপণন ও ব্যবস্থাপনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও এই ধরণের বৃহৎ আয়োজনের জন্য সুপরিসর ও মানসম্পন্ন কোন স্থাপনা এখানে গড়ে উঠেনি। তাই কউকের উদ্যোগে কলাতলী সড়ক সংলগ্ন দুই একর জায়গা জুড়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাধীন এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে ৩ হাজার, ২ হাজার ও ১ হাজার লোকের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক সেমিনার কক্ষ ও মাল্টিপারপাস হল থাকবে। এছাড়া প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিপণি বিতান, নাইট বাজার, ক্যাফে, ফুড কোর্ট, সিনেপ্লেক্স, বেনকুয়েট হল, অবজারভেশন ডেক এবং গাড়ি রাখার জায়গা থাকবে। আবাসনের জন্য থাকবে পৃথক কনডোমিনিয়াম ভবন। পুরো এলাকার জন্য থাকবে নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি 'গ্রিন বিল্ডিং' হিসেবে এই সম্মেলন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. চাঁদনি পসর ইকো রিসোর্ট

বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালীকে ঘিরে চলছে মহা কর্মযজ্ঞ। চালু হয়েছে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়িতে তৈরি করা হচ্ছে গভীর সমুদ্র বন্দর, স্থাপন করা হবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। আগামীতে মহেশখালীর অর্থনৈতিক বিকাশ, সমুদ্রবন্দর ও আদিনাথ মন্দির কেন্দ্রিক বিদেশী নাগরিকদের আগমনের দিকে লক্ষ্য রেখে মহেশখালীতে কউকের উদ্যোগে চাঁদনি পসর ইকো রিসোর্ট ও নাইন হোল গলফ ক্লাব স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কক্সবাজার থেকে পর্যটকদের যাতায়তের সুবিধার্থে প্রস্তাবিত 'কক্সবাজার থেকে মহেশখালী ক্যাবল কার' এর ল্যান্ডিং স্টেশন ইকো রিসোর্টের সন্নিকটেই তৈরি করা হবে। এটি মহেশখালির স্থানীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পর্যটনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

১২. মেরিনা বে রিসোর্ট

কক্সবাজারের দরিয়া নগরে রেজুখালের মোহনার কাছে সিঙ্গাপুরের সান্তোসা আইল্যান্ডের আদলে মেরিনা বে রিসোর্ট তৈরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে পর্যটকরা ইকো রিসোর্টে নিসর্গের কাছাকাছি থাকতে পারবেন। তার পাশাপাশি নদীতে কায়াকিং ও সী-ক্রুজিং এর সুযোগ পাবেন। রিসোর্টে পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে।

১৩. স্কাইলাইন টাওয়ার

কক্সবাজারের সুনীল সমুদ্র বালুকাবেলা ছুঁয়ে এসে থেমে গেছে পাহাড়ের পায়ের কাছে। অনন্য সুন্দর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যাতে পর্যটকেরা উপভোগ করতে পারেন তার জন্য কউকের উদ্যোগ স্কাইলাইন টাওয়ার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫তলা এই টাওয়ারে থাকবে স্কাই লাউঞ্জ, অবজার্ভেশন ডেক, ৩৬০ ডিগ্রী ঘুর্ণায়মান রেস্টুরেন্ট, গেমিং জোন ইত্যাদি। এই আইকনিক টাওয়ারটি কক্সবাজারের আগত পর্যটকদের মাঝে নতুন আকর্ষণ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৪. বে-ভিউ কন্ডোমিনিয়াম

কক্সবাজার শহরে কলাতলীর সন্নিকটে আধুনিক সকল নাগরিক সুবিধা নিয়ে গড়ে তোলা হবে কউকের আবাসন প্রকল্প 'বে-ভিউ কন্ডোমিনিয়াম'। সাগর তীরের এই মনোরম স্থানে নির্মাণ করা হবে দৃষ্টিনন্দন ৫টি আবাসিক ভবন যাতে ১০৪টি এপার্টমেন্ট ও ৭০টি হোটেল স্যুইট থাকবে। অত্যাধুনিক এপার্টমেন্ট ও স্যুইটগুলোতে থাকবে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাদি। তার পাশাপাশি কমিউনিটি স্পেস, পার্কিং সুবিধা, রেস্টুরেন্ট, জিমনেসিয়াম, হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্পেস, প্রার্থনা কক্ষ, সুইমিং পুল ও ইনডোর রিক্রিয়েশন জোন থাকবে।

১৫. কক্সডিএ স্মার্ট সিটি

কক্সবাজারের সদ্য নির্মিত খুরুশকুল ব্রীজের অদূরেই গড়ে তোলা হবে আগামীর শহর 'কক্সডিএ স্মার্ট সিটি'। পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও প্রযুক্তির সম্মিলনে পরিকল্পিত এই আধুনিক শহর গড়ে তোলা হবে। এতে নাগরিক সকল সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি শপিং মল, স্কুল, উন্মুক্ত জনপরিসর, খেলার মাঠ, মসজিদসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। থাকবে সুপরিসর রাস্তা, ড্রেনেজ সিস্টেম, কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সিসিটিভি মনিটরিং সহ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

১৬. খুরুশকুল থিম পার্ক

প্রস্তাবিত খুরুশকুল স্মার্ট সিটির পাশেই গড়ে তোলা হবে খুরুশকুল থিম পার্ক যা কক্সবাজারবাসীর বিনোদনে যোগ করবে নতুন মাত্রা। থিম পার্কে থাকবে ওয়াটার পার্ক, ফান রাউড, ফেরি'স হুইল, কিডস জোন সহ হরেকরকম বিনোদনের ব্যবস্থা। তার পাশাপাশি বাঁকখালী নদীর তীর ঘেঁসে তৈরি করা হবে ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট। পার্কটি কক্সবাজারের নাগরিক বিনোদনের নতুন উৎস হওয়ার পাশাপাশি পর্যটকদেরও আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৭. সেন্টমার্টিন দ্বীপের পুনরুজ্জীবন

বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির মাঝে জেগে আছে বাংলাদেশে একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার এই দ্বীপ অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ, মাত্রাতিরিক্ত পর্যটক আগমনসহ বিভিন্ন কারণে প্রতিনিয়ত শ্রী হারাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে দ্বীপের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, নষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র্য, মারা যাচ্ছে প্রবালসারি। তাই সেন্টমার্টিন দ্বীপের পুনরুজ্জীবনে কউকের পক্ষ থেকে দ্বীপটির মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। পরবর্তীতে সেই পরিকল্পনা অনুসারে দ্বীপে টেকসই রাস্তা তৈরি, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব স্থাপনা নির্মাণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রবালের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৮. কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন সী-প্লেন চালুকরণ

সেন্টমার্টিন দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হলেও বছরে মাত্র ৪ মাস দ্বীপটিতে জাহাজ যোগে যাওয়া যায় বিধায় পর্যটন মৌসুমে হুমড়ি খেয়ে পড়েন পর্যটকরা। একসাথে বিপুল পর্যটকের চাপে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দ্বীপের পরিবেশ। হুমকির মুখে পড়ছে জীববৈচিত্র্য। পর্যটকগণ যাতে সারা বছরই কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন যেতে পারেন সে লক্ষ্যে কউকের পক্ষ থেকে কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন সী-প্লেন চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৯. মনোরেল চালুকরণ

কক্সবাজার শহরের বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলো পর্যটকদের যাতায়ত সহজ করার জন্য মনোরেল চালুকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে শহরের বিমানবন্দর থেকে ইনানী পর্যন্ত মনোরেল সার্ভিস চালু করা বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রেখে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০. ক্রুজ লাইনার চালুকরণ

কক্সবাজারের সীমারেখার বড় অংশ জুড়ে অসীম সমুদ্র, বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি। কিন্তু পর্যটকদের জন্য সমুদ্রে বেড়ানো ও সৌন্দর্য উপভোগের সেরকম কোন ব্যবস্থা কক্সবাজারে এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। তাই উন্নত বিশ্বের আদলে কক্সবাজারে পর্যটকদের জন্য ক্রুজ লাইনার চালু করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সুপরিসর ক্রুজ শিপে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে করতে পর্যটকরা সাগরের বুক চিরে কক্সবাজার থেকে মহেশখালী, কুতুবদিয়া ঘুরে আসতে পারবেন। পরবর্তীতে এই রুট কক্সবাজার থেকে কুয়াকাটা-সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২১. বাঁকখালী নদী সংলগ্ন ১৫০ ফুট প্রশস্ত কক্সবাজার শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ

কক্সবাজারের মুল শহরের উপর যানবাহনের চাপ কমাতে এবং এয়ারপোর্ট ও রেল স্টেশনগামী যাত্রীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে কউকের পক্ষ থেকে একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫০ ফুট প্রশস্ত চার লেনের প্রস্তাবিত বাইপাস সড়কটি এয়ারপোর্ট রোডকে কক্সবাজার-চট্রগ্রাম হাইওয়ের সামুদা ব্রীজ অংশে সংযুক্ত করবে যার দৈর্ঘ্য হবে ৭.৩ কিলোমিটার। এটি কক্সবাজারের মূল শহরকে বাইপাস করে চট্টগ্রামের মিরসরাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত প্রস্তাবিত মেরিন ড্রাইভের সাথে কক্সবাজার -টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোড ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে (এন-১) সংযুক্ত করবে। পাশাপাশি ১০টি সংযোগ সড়কের (লিংক রোড) মাধ্যমে কক্সবাজার শহরের যাতায়াতকে সহজ করবে। রাস্তাটি নির্মিত হলে এর মাধ্যমে বাঁকখালী নদীর তীর সংরক্ষণ ও তীরবর্তী এলাকায় নান্দনিক পর্যটন স্পট সৃষ্টি হবে। একই সাথে যোগাযোগ সুবিধা তৈরি হওয়ায় নতুন আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠবে।

২২. ইনডোর অ্যামিউজম্যান্ট ওয়ার্ল্ড

কক্সবাজারে প্রতি বছর লাখো পর্যটক ছুটে আসলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ ব্যতীত সময় কাটানোর অন্য কোন সুব্যবস্থা এখানে অনুপস্থিত। পর্যটকদের বৈচিত্র্যময় বিনোদন ও গেমিং এর সুযোগ করে দিতে কক্সবাজার কলাতলীতে তৈরি করা হবে ইনডোর অ্যামি-উজমেন্ট ওয়ার্ল্ড। এখানে পর্যটকরা একই ছাদের নীচে সিনেপ্লেক্সে চলচ্চিত্র উপভোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ইনডোর গেমসে অংশগ্রহন ও ফান রাইড উপভোগের সুযোগ পাবেন। তার পাশাপাশি থাকবে কিডস জোন, শপিং স্ট্রিট ও ফুড কোর্ট। এই উদ্যোগ কক্সবাজারে পর্যটকদের আনন্দ ভ্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

২৩. সার্কুলার ট্রাম নেটওয়ার্ক তৈরি

কক্সবাজার বাংলাদেশের সবচে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য হলেও শহরে নেই কোন গণপরিবহণ ব্যবস্থা। থ্রি-হুইলার এখানকার চলাচলের প্রধান মাধ্যম বিধায় যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা ও অপরিকল্পিত পার্কিং এর কারণে নগরীতে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। কক্সবাজার শহরের পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক গণপরিবহন ব্যবস্থা তৈরির উদ্দেশে শহরে উন্নত বিশ্বের ন্যায় সার্কুলার ট্রাম নেটওয়ার্ক চালু করা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলোতে স্টপেজ দিয়ে এই ট্রাম দরিয়ানগরের কাছে প্রস্তাবিত 'কক্সবাজার থেকে টেকনাফ' ক্যাবল কারের স্টার্টিং পয়েন্ট গিয়ে থামবে।

২৪. রিভারাইন ট্যুরিজম ইনক্লেভ

কক্সবাজার শহরের অদূরে চৌফলদন্ডী খালের মোহনার নিকটবর্তী নয়নাভিরাম এলাকায় তৈরি করা হবে রিভারাইন ট্যুরিজম ইনক্লেভ। পর্যটকদের জন্য পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা এই আবাসনে থাকবে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাদি। ইনক্লেভের সীমানার ভিতরেই থাকবে নিত্যদিনের যাবতীয় সব চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা যেমন ফুডকোর্ট, শপিং মল, ইনডোর ও আউটডোর রিক্রিয়েশ জোন, ব্যায়ামাগার, মসজিদ ইত্যাদি।

২৫. কক্সডিএ আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড

টেকনাফে গড়ে উঠা সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের অদূরেই সাগরতলে গড়ে উঠবে কক্সডিএ আন্ডারওয়াটার ওর্য়াল্ড। হংকং এর ওশান পার্কের আদলে সাগরের তলদেশে গড়ে তোলা এই পার্কের ভিতর থেকে পর্যটকেরা সাগরতলের দৃশ্য সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন। তার পাশাপাশি এতে থাকবে লাইভ একুরিয়্যাম, রেস্টুরেন্ট, স্যুভেনির শপ ও শপিং এর ব্যবস্থা।

২৬. স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) স্থাপন

কক্সবাজারের পাঁচ শতাধিক হোটেল-মোটেলের মধ্যে মাত্র ছয়টিতে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) রয়েছে। এসটিপি না থাকায় অধিকাংশ হোটেল-মোটেলের বর্জ্যের কারণে সমুদ্রের দূষণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। পাশাপাশি পরিবেশের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ছড়িয়ে পড়া বর্জ্যের কারণে শহর সৌন্দর্য হারাচ্ছে, বিরূপ প্রভাব পড়ছে পর্যটকদের মনে। তাই পরিবেশ দুষণরোধে কক্সবাজারে এসটিপি স্থাপন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বহুমুখী উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় কক্সবাজার সদরে এসটিপি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম

কক্সবাজার শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ও মানবসৃষ্ট বর্জ্য থেকে সমুদ্র দূষণ কমাতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় একটি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় শহরের আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পূণর্ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি সংগৃহীত আর্বজনা থেকে সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৮. কক্সবাজার ও মহেশখালীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালীর ৩৬২ বর্গকিলোমিটারের এলাকায় প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ বসবাস করেন। জেলা শহর কক্সবাজার থেকে দ্বীপের দুরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার হলে সরাসরি কোন সংযোগ না থাকায় জেলা সদরে আসতে জনসাধারণকে ভোগান্তি ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মহেশখালী থেকে চকরিয়া হয়ে সড়ক পথে কক্সবাজারে আসতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরত্ব পেরুতে হয়। আর নৌপথে পাড়ি দিতে হয় ১৫ কিলোমিটার চ্যানেল। অসুস্থ রোগী, বৃদ্ধ নারী-পুরুষ, গর্ভবতী নারীদের যাতায়াতে দারুণ সমস্যা হয়। দুর্যোগকালীন সময়ে পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে পড়ে। অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থার কারণে পণ্য নষ্ট হয়ে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হন। নৌ-পারাপারে অহরহ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটছে। মহেশখালীতে চলমান বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টের বাস্তবায়ন ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ শেষ হলে জেলা সদরের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাড়াবে। এমতাবস্থায় কক্সবাজার থেকে মহেশখালীর সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেতু কিংবা টানেল তৈরি করা প্রয়োজন। কউকের পক্ষ থেকে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ তৈরির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৯. কক্সবাজার শহরের খাল পুনরুদ্ধার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন

কক্সবাজার শহরের জলাবদ্ধতার নিরসনে ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কউকের পক্ষ থেকে শহরের প্রধান খালসমূহ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে খালসমূহ আদি রূপে ফিরিয়ে নেয়ার পাশাপাশি খাল পুনঃখনন, খালের দুইধারে ওয়াকওয়ে তৈরি, পর্যটক আকর্ষণের জন্য সৌখিন নৌকা চলাচলের জন্য ঘাট তৈরি, খালের ধারে লাইটিং এবং সৌন্দর্যবর্ধনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে নগরের পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি পর্যটক আগমনের কারণে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।

৩০. কুতুবদিয়ায় ভূমি পুনরুদ্ধার ও পর্যটন সম্প্রসারণ কার্যক্রম

কক্সবাজার থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের বুকে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে ৬০০ বছরের পুরোনো দ্বীপ কুতুবদিয়া। ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বিশিষ্ট এই দ্বীপের মধ্যে রয়েছে দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাতিঘর, দেশের সর্ববৃহৎ লবণ উৎপাদন কেন্দ্র, শুঁটকি মহালসহ বৈচিত্র্যময় পর্যটন আকর্ষণ। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের নিকটবর্তী এই দ্বীপকে কেন্দ্র করে কউকের উদ্যোগে পর্যটন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সমুদ্র থেকে ভাঙ্গন কবলিত এই দ্বীপের ভুমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩১. জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

কক্সবাজারে জেলায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন স্বীকৃত তিনটি এলাকা রয়েছে যথাক্রমে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, ও টেকনাফ উপদ্বীপের উপকূল এলাকা। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকা ও টেকনাফ উপদ্বীপ পরিযায়ী পাখির আন্তর্জাতিক উড়ালপথের অংশ। সমুদ্র উপকূল ও পাহাড় একইসঙ্গে থাকায় এই অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ, পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত জনসমাগম, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ কারণে এখানকার ইকো-সিস্টেম অর্থাৎ প্রতিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সামুদ্রিক কাছিম, লাল কাঁকড়া, প্রবাল, শামুক-ঝিনুকসহ নানা জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ এখন বিলুপ্তির মুখে। তাই সংকটাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্যের বিকাশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কউকের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৩২. অত্যাধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট

কক্সবাজার একটি জনবহুল শহর এবং জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা হওয়া স্বত্ত্বেও এখানে বিশেষায়িত কোন হাসপাতাল গড়ে উঠেনি। ফলে অপেক্ষাকৃত জটিল ও জরুরি চিকিৎসার জন্য জেলার জনসাধারণ ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের উপর নির্ভরশীল যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। পর্যটকগণও জরুরী প্রয়োজনে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হন। এমতাবস্থায় কউকের উদ্যোগে কক্সবাজার শহরে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি স্থানীয় জনসাধারণের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি দক্ষ নার্স গড়ে তোলার মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে। এছাড়াও হাসপাতালটিতে নিরাময় অযোগ্য জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত রোগীদের সর্বাত্নক পরিচর্যার জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে যাতে রোগীগণ সমুদ্রের ধারে প্রশান্তির মাঝে তাদের জীবনের শেষ সময়টুকু কাটাতে পারেন।

৩৩. স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

কক্সবাজারের পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ জনবলের চাহিদা থাকলেও মানসম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। ফলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কক্সবাজারের স্থানীয় তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোর জনবল ঘাটতি দূর করা উদ্দেশ্যে কউকের উদ্যোগে একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তোলায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত সেন্টারে ট্যুরিজম, হসপিটালিটি, ক্যাটারিং, হোটেল ম্যানেজম্যান্ট সহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সেক্টরে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থাও রাখা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা তৈরি হবে।

* প্রকল্পের বিষয়বস্তু তুলে ধরতে ব্যবহৃত ছবিসমূহ সংগৃহীত

বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের রূপরেখা

কউক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহকে কাজের পরিধি ও অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ভাগ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক প্রাক্কলনে ৩০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনভাবে প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথমত কউকের নিজস্ব অর্থায়ন, দ্বিতীয়ত সরকারী কিংবা উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান এবং তৃতীয়ত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিল্ড, অপারেট এন্ড ট্রান্সফার (বিওটি) পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন। প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিবছর কক্সবাজারের অর্থনীতিতে ১০০০ কোটি টাকা লেনদেনের সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আর্থসামাজিক সুফল

- ❖ পর্যটনের প্রসার
- ❖ পরিকল্পিত নগরায়ন
- ❖ সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ আবাসন
- ❖ নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি
- ❖ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি
- ❖ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ
- ❖ স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ
- ❖ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ❖ মেরিটাইম ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্তি
- ❖ জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি

সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগমনের এই সময়ে কক্সবাজার এক যুগ সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে। বাংলাদেশের আগামীর অর্থনীতির গেমচেঞ্জার হিসেবে আবির্ভূত হতে যাওয়া এই জেলা আগামী এক দশকের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহরে রূপ নিতে যাচ্ছে। পর্যটন ও বাণিজ্যের এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং কক্সবাজারকে একটি পরিকল্পিত আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে কউক বদ্ধপরিকর। তাই নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি কউক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণ, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন অংশীদারগণসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে আমাদের আগামীর স্বপ্নের কক্সবাজার।

ছবিতে কউকের উন্নয়ন কার্যক্রম

ছবিতে কউকের উন্নয়ন কার্যক্রম

কউকের অঙ্গীকার
স্মার্ট কক্সবাজার

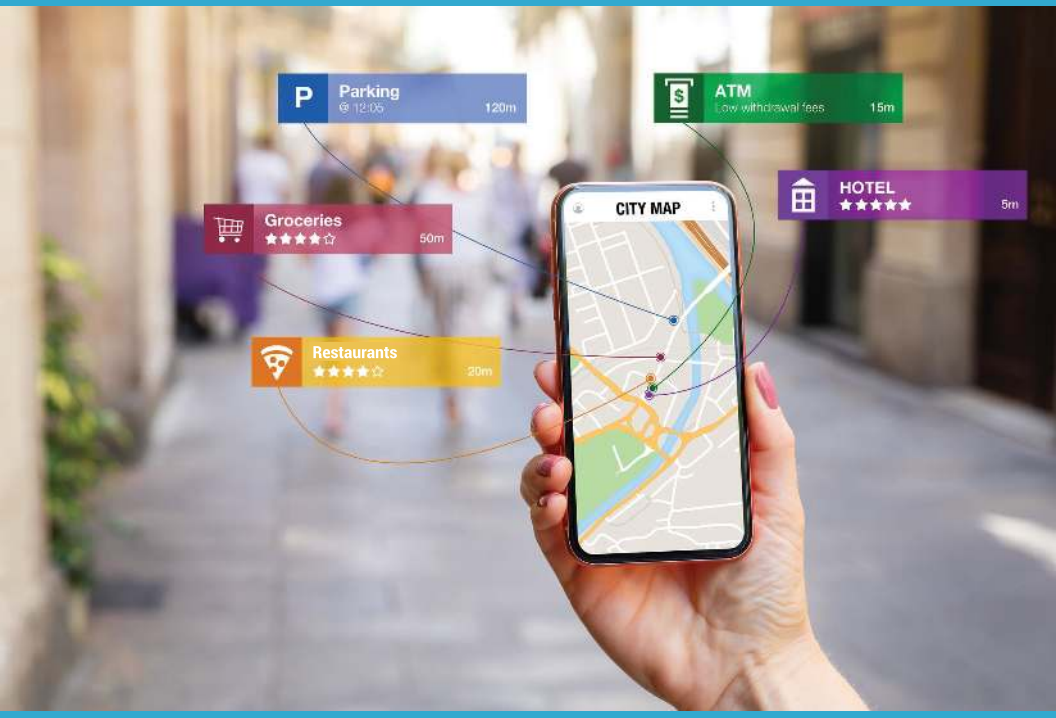

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কউক ভবন, সার্কিট হাউস রোড, কক্সবাজার-৪৭০০
www.coxda.gov.bd
info@coxda.gov.bd
/coxdaofficial